রড

রডকেও ভবনের মেরুদন্ড বলা যেতে পারে।

ভবন তৈরিতে ভালো রড ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। নিম্নমানের রড ব্যবহার করলে তাতে ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। কিন্তু ভালো রড ব্যবহার করলে ভবনের ঝুঁকির পরিমাণ কমে যায়। এজন্য রডের মান নিশ্চিত হয়ে তবে রড কেনা জরুরি।

বাজারে এখন ৩ মিলিমিটার থেকে শুরু করে ৪, ৫, ৮, ১০, ২০ ও ২৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বিভিন্ন রড পাওয়া যায়। পাইলিং, স্ল্যাব, বিম বা কলাম তৈরিতে একেক ধরনের রড ব্যবহার করা হয়। তবে যে রড কংক্রিটের সঙ্গে ভালো বন্ধন তৈরি করতে পারে, সেই রড ভালো।

বর্তমান বাজারে প্লেন ও ডিফর্মড উভয় রকম রড পাওয়া যায়। কংক্রিটের সাথে ভালো বন্ডিং এর জন্য নির্মাণ কাজে মসৃণ রডের চেয়ে ডিওফর্মড রডকে অগাধিকার দেওয়া হয়।

ভবন তৈরিতে সাধারণত তিন ধরনের রডের ব্যবহার দেখা যায়।

- বাজারে ৪০ গ্রেড, ৬০ গ্রেড ও ৭৫ গ্রেড পর্যন্ত রড পাওয়া যায়। ৪০ গ্রেডের রড এখন খুব কম ব্যবহৃত হয়। ভবন তৈরিতে সাধারণত ৬০ গ্রেডের রডই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ৭৫ গ্রেডের রড হচ্ছে উচ্চ গ্রেড। ৭২৫০০ পিএসআই সমৃদ্ধ টিএমটি বার ব্যবহারে ভূমিকম্প জনিত ঝুঁকি কমে ; উচ্চ গ্রেড বা রডের পিএসআই বেশি হলে উচ্চমান সম্পন্ন কংক্রিট ব্যবহার করতে হবে।বহুতল ভবন তৈরিতে এই গ্রেডের রডের ব্যবহার বেশি।

রডের পরীক্ষা-

- ডিফর্মড রডের গায়ে প্রতি মিটার অন্তর অন্তর রোলিং /রি রোলিং মিলের ব্যবসায়িক মনোগ্রাম চিহ্নিত থাকে; রড কেনার আগে ট্রেডমার্ক আছে কিনা তা অবশ্যই দেখে নেয়া দরকার।
- BSTI সার্টিফিকেট থাকতে হবে, বুয়েটের সার্টিফিকেট থাকতে হবে

বেন্ড টেষ্ট-

- ৯০ থেকে ১৩৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বেন্ড করা যাবে এবং পুনরায় সোজা করা যাবে, না হলে বুঝতে হবে এটি ভাল রড না।
- রিবেন্ড বা পুনরায় সোজা করার পর কোন ক্র্যাক দেখা যাবে না। প্লেইন রডের চেয়ে ডিফর্ম বা খাঁজ কাটা রডগুলো ভালোভাবে কংক্রিটের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করতে পারে বলে সেই রড ব্যবহার করা উচিত।'

সাইটের রড সংরক্ষণ-

- শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- এক মাসের বেশি খোলা যায়গায় রাখা যাবে না।